পচাত্তরের পরে ষোলটি কালো বছর

বাংলাদেশের সাথে বৃহস্পতিবার, একুশ তারিখ এবং আগস্ট মাসের কাকতালীয় সম্পর্ক আছে। আমরা ঐতিহাসিক পনেরোই আগস্টকে জানি। সদ্যবিদায়ী আগস্টে এবার আরো দুটি ঘটনা যুক্ত হয়েছে। এর একটি ১৭ই আগস্ট; দেশের তেষট্টিটি জেলায় সিরিজ বোমা হামলার জন্য সারা দুনিয়ায় কুখ্যাত এই দিনটি। অন্যটি ২৯শে আগষ্ট; সায়েম, সাত্তার এবং মুশতাক-জিয়া-এরশাদ এই ত্রয়ীকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দুই বিচারকের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের জন্য সুখ্যাত।

আমরা সবাই জানি ঐদিন হাইকোর্টের দুইজন বিচারকের একটি যৌথ বেঞ্চ বাংলাদেশের ইতিহাসের পচাত্তর থেকে একানব্বই-এই ১৬ বছরের কালো অধ্যায় সম্পর্কে একটি চিরস্মরণীয় রায় দিয়েছেন। এটিকে যদি বোমার আকারে প্রকাশ করা হয় তবে তা ২১ শে আগস্ট বা ১৭ আগস্টের বোমার চেয়ে বহুগুণ বড় হবে। সম্ভবত: সেই কারণেই জিয়ার উত্তরসূরীরা গভীর রাতে আদালত বসিয়ে সেই রায়কে স্থগিত করেছে। এমন মজার কাণ্ড এদেশে এর আগে ঘটেছে বলে আমাদের স্মৃতিতে নেই।

এই রায় প্রকাশের পর সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বক্তব্য দেয়া হয়েছে। নীচে সেইসব বক্তব্যের কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

ক) আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেছেন যে, “এই রায়ের কোন কার্যকারিতা নেই”।

খ) সরকারের এটর্ণি জেনারেল বলেছেন, “হাইকোর্টের এই রায় দেবার এক্তিয়ার নেই”।

গ) বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভুইয়া বলেছেন, “জিয়াউর রহমান সামরিক আইন জারী করেননি-মুশতাক সামরিক আইন জারী করেন এবং জিয়া সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসেন”।

বিএনপির নেতা কর্মীদের জন্য হাইকোর্টের আগস্ট রায় ছিলো হিরোশিমা-নাগাসাকির আণবিক বোমার চেয়েও ভয়ংকর। বেগম খালেদা জিয়া হতবাক হয়েছেন রায় শুনে। রায়ের তিনদিন পর বিএনপি’র ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান তাই জৌলুষহীন হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী তার প্রয়াত স্বামীর মাজারে ফুল প্রদান করেন, আর এর দুইদিন পর বিএনপি ঢাকা শহরে বর্ণাঢ্য র‌্যালীর নামে কার্যত শোক র‌্যালী বের করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকারী দলের নেতা-কর্মীরা হাইকোর্টের এই রায়ের পরে তাদের মরহুম নেতার বৈধতা, বীরত্ব, গণতান্ত্রিকতা ও উন্নয়নের উজ্জ্বল্য সহকারে দেশশাসনের তলানি খোজে পেতে হিমশিম খাচ্ছেন।

এতোদিন যেসব কথা আওয়ামী লীগ বলেছে, হাইকোর্ট তাকে কেবল সত্য বলেই প্রমাণ করেনি বরং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ১৯৭৫ থেকে ৭৯ তো বটেই ৯১ পর্যন্ত

সরকারসমূহ এবং তাদের কার্য্যাবলীকে অবৈধ বলেছে। হাইকোর্টের রায়ে এসব কাজের নায়কদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহীও বলা হয়েছে। "মহাদেশপ্রেমিক" জিয়ার জন্য এটি কি একটি মহৎ উপাধি নয়?

অবস্থা এমন হয়েছে যে, বিএনপির পাশাপাশি স্বৈরাচারী এরশাদও ঠাকুর ঘরে কে-রে- আমি কলা খাইনা'র মতো বলে বেড়াচ্ছে যে, হাইকোর্টের রায়ের ফলে বিসমিল্লাহ বিদায় নেবে এবং একদলীয় শাসন কায়েম হবে।

অন্যদিকে ৩০ শে আগস্ট ০৫ খবরের কাগজে রায়ের বিবরণ পাঠ করে ২২ বছরের এক যুবক আবেগের সাথে বলেছে, "১৬ই ডিসেম্বরের দৃশ্যতো দেখিনি- সেইদিন আমার জন্মই হয়নি। তবে ২৯শে আগস্ট আমার জন্য একটি বিজয় দিবস।"

এই যুবকের আবেগঘন বক্তব্যকে আমিও সম্মানের সাথে দেখি। কারণগুলো জিয়ার উত্তরসূরীদের বক্তব্যের জবাব দিলেই বোঝা সম্ভব হবে।

আইনমন্ত্রীর বক্তব্য

আইনমন্ত্রী যে বলেছেন, হাইকোর্টের এই রায়ের কোন কার্যকারিতা নেই এই বক্তব্যের জন্য আইনমন্ত্রীকে স্ববিরোধী বলাটাই সমিচীন। তিনি একদিকে এই রায়ের কার্যকারিতা খোজে পাননি, অন্যদিকে এই রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করা ও আপীল দায়েরের জন্য তার সরকারের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তিনি নিজে মাত্র কদিন আগে তার দলীয় নেতা ঝিন্টুর দণ্ড মওকুফের সময় বলেছেন যে "সামরিক আইন হচ্ছে জংলী শাসন"- সেই জংলী শাসনের ভিত ঠেকাতেই এখন তার লম্ফজম্ফ চরমে।

আইনমন্ত্রী জানেন, এই রায়ের ফলে মুশতাক-জিয়া-এরশাদসহ দেশে ১৬ বছরের সামরিক শাসন এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন তথা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা সম্ভব এবং তাতে জিয়াসহ অন্যান্যদের মরণোত্তর বিচার হতে পারে। এই জাতির ১৬ বছর ফেরৎ না আনা গেলেও জনস্বার্থে করা হয়নি এমনসব আদেশ- নির্দেশের ভিত্তিতে আদালতে বিচার চাইবার গণতান্ত্রিক অধিকার পাবে দেশের মানুষ। সামরিক আইনের অধীনে যাদের বিচার করা হয়েছে, যেসব আদালত গঠন করা হয়েছে, চাকুরী প্রদান বা চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই মুশতাক-জিয়া-এরশাদের বিচারের পথ উন্মুক্ত হবে। ফলে এই রায় শুধু কার্যকর নয়, তার গুরুদের বিচার করার পথও খুলে দিয়েছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ না করে জনকল্যাণে গৃহিত ব্যবস্থাবলী বহাল রেখে বাংলাদেশের ৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা হলে আমাদের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র অনেক শক্তিশালী থাকবে এবং গণতান্ত্রিক শক্তি তাতে অবিস্মরণীয় এক বিজয়ের স্বাদ পাবে- এটিও মওদুদ সাহেব জানেন।

মওদুদ সাহেব এটিও জানেন যে, মুশতাক-জিয়া-এরশাদ অবৈধ ঘোষিত হবার ফলে তাদের নৈতিক পরাজয় হয়েছে। এখন তারা বুক ফুলিয়ে জিয়াউর রহমানের বীরত্বগাথা বর্ণনা করতে গিয়ে বুকের মাঝে চাপ অনুভব করছেন। হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসীয় কায়দায় গত তিনদশক যাবত জাতির সামনে ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের গণহত্যাকে জায়েজ করে, ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যাকে বৈধ করে, ৭ই নভেম্বরের ঘটনাকে " সিপাহী জনতার বিপ্লব" বলে প্রতিষ্ঠিত করার যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার মুখের উপর একটি বড় থাপ্পর পড়েছে। মুশতাক-জিয়া-এরশাদ নায়ক থেকে খলনায়ক এবং জাতীয় বীর থেকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক- রাষ্ট্রদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। যতো চিৎকার করেই মওদুদ সাহেব "এই রায়ের কার্যকারিতা নেই" বলুননা কেন, এই পরাজয় ঢেকে রাখার মতো কোন অজুহাতই তিনি এখন আর খোজে পাবেন না। এতো বছর ধরে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ এসব কথা বললে মওদুদ সাহেবরা তাকে রাজনৈতিক প্রচারণা বলে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন। কিন্তু দেশের মানুষ হইকোর্টকে রাজনৈতিক দল বা আওয়ামী লীগ মনে করেনা। দেশের মানুষ জানে হাইকোর্ট কাকে বলে। মানুষ সংবিধান কাকে বলে তাও জানে। সংবিধান যে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় আইন, সেটিও সবাই জানে। পৃথিবীর কোন দেশেই 'গণতন্ত্রের' আওতায় সামরিক আইন জারীর উপায় যে নেই এটিও সবাই জানে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুকে একটি অপরাধমূলক দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য করলেও দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে মুশতাকের হাতে যাবার কোন সংবিধানিক পথ নেই সেটিও দেশের মানুষ জানে। মানুষ এটিও জানে যে, সংবিধানে "সিপাহী জনতার বিপ্লব" কায়েমের কোন বিধান নেই। আমরা যদি এটি মেনেও নিই যে, ৭৫ থেকে ৯১ পর্যন্ত দেশে অবৈধ শাসন কায়েম ছিলো এবং দেশের স্বার্থেই এর ধারাবাহিকতা থাকা দরকার, তবুও বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশেরই কোন বিচারকতো দূরের কথা কোন বিবেকমান মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব হবেনা যে, ঐ শাসনকালটি সংবিধানসম্মত ছিলো। আদালত তার রায়ে সেই কথাটিই বলেছে।

মওদুদ আহমেদের জন্য যেটি সবচেয়ে বেশি শংকার, সেটি হচ্ছে, এই রায়ের ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে মুশতাক-জিয়া-এরশাদের শাসনকালকে অত্যন্ত সঠিকভাবেই কালো অধ্যায়, অবৈধ শাসন, অসাংবিধানিক শাসন বলে চিরদিনের মতো সনাক্ত করা হলো।

জিয়ার অনুসারীরা যদি বলেন যে ৭৫-৯১ সময়কালে বাংলাদেশে স্বর্ণযুগ ছিলো তবুও তাকে অসাংবিধানিক বলতেই হবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য এটি এজন্যই এক ঐতিহাসিক বিজয়। এর সবচেয়ে বেশি কার্যকারিতা যে নৈতিক, সেটি

দেশের প্রতিটি মানুষ জানে। অথচ দুঃখজনক হলো যে, একটি গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবী করেও খালেদা জিয়ার সরকার সামরিক শাসনের পক্ষই নিচ্ছে।

এ বিষয়ে বর্তমান সরকারের নীরব থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত ছিলো। এই সরকার প্রায়ই সাত্তার সাহেবের উৎখাত ও এরশাদের ক্ষমতাদখলকে সমালোচনা করে। এখনতো এরশাদ ও জিয়া এক কাতারে বসে গেলেন। তাই তাদের উচিৎ ছিলো সকল সামরিক শাসনেরই নিন্দা করা।

তার বদলে বিচারকদের এজলাসে গোয়েন্দা পাঠিয়ে মওদুদ সাহেবরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা মাফ চাইলেই শেষ হবার নয়।

হাইকোর্টের এক্তিয়ার

দেশের একটি স্কুলছাত্রও বিস্মিত হয়েছে সরকারের এটর্ণি জেনারেলের মুখ থেকে একথা শুনে যে, হাইকোর্টের কোন একটি বেঞ্চ নাকি তার কাছে শুনানীকৃত মামলায় রায় দেবার এক্তিয়ার রাখেনা। দেশের যে কেউ এ প্রসঙ্গে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করবে যে, তাহলে এটর্ণি জেনারেল মহোদয় হাইকোর্টের বেঞ্চে নিজে কেন উপস্থিত হোন। তার এক্তিয়ারটি কোথায়?

সিপাহী-জনতার বিপ্লব

বিএনপির মহাসচিব গত ২রা সেপ্টেম্বর ০৫ এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, জিয়া সামরিক শাসন জারী করেননি সিপাহী-জনতার বিপ্লবে নাকি ক্ষমতা দখল করেছেন- আওয়ামী লীগের মুশতাক নাকি সামরিক শাসন জারী করেছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এই অবান্তর প্রচেষ্টার সাহায্যে মান্নান ভুইয়া কি বোঝাতে চেয়েছেন, সেটি বুঝে উঠা কঠিন। তবে আমরা এটি স্মরণ করতে পারি যে, ঐ সময়ে বন্দী জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছিলেন কর্ণেল তাহের এবং যদি ৭ই নভেম্বরকে বিপ্লব বলতে হয় তবে সেটিও করেছিলেন কর্ণেল তাহের- জিয়াউর রহমান পরে যার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং যাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। এটিও মান্নান ভুইয়াকে বুঝতে হবে যে মুশতাকের হাতে সেনাবাহিনী ছিলোনা যে, সে সামরিক আইন জারী করতে পারে। বরং সামরিক বাহিনী ছিলো জিয়ার হাতে-সেজন্যই মুশতাক তাকে সামরিক শাসক নিয়োগ করেছিলো। মুশতাকের পেছনে কার হাত ছিলো সেটি লরেন্স লিফটসুজের যে প্রতিবেদনটি একটি জাতীয় দৈনিকে এই আগস্টে (২০০৫ সালের) ছাপা হয়েছে, তাতেই স্পষ্ট হয়েছে। মান্নান ভুইয়াতো সেই প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করেননি?

সংসদ সদস্য মান্নান ভুইয়া যে সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্য সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তাতে "সিপাহী-জনতার বিপ্লব" নামক একটি কাজ করার বিধানও নেই। সামরিক আইন এবং তথাকথিত সিপাহী-জনতার বিপ্লব কিংবা সাত্তার সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া, সংবিধানের বিধানানুসারে রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট, ৩রা নভেম্বর, ৭ই নভেম্বর বা অন্যান্য সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য যারাই সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন তারাই সংবিধান লংঘন করেছেন। মান্নান ভুইয়া যে নামেই তাকে ডাকুন- এসবের কোন আইনগত বৈধতা নেই।

এই রায়ের ভবিষ্যৎ কি?

সারাদেশের মানুষ সম্ভবত: কান পেতে বসে আছে এটি শোনার জন্য যে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের ভবিষ্যৎ কি? আমার ধারণা, আপাতত দুমাসের জন্য স্থগিত এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে এই সময়ের মাঝেই আপীল করে তাকে ঝুলিয়ে রেখে সরকারের মেয়াদকাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আগামী নির্বাচন পার করার একটি চেষ্টা করা হতে পারে।

খোদা না খাস্তা সুপ্রীম কোর্টে আগামী নির্বাচনের আগে হাইকোর্টের রায়কে কনফার্ম করে দিলে সরকারী দলের রাজনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ হবে অপূরণীয়- সুতরাং এটি কোনভাবেই হতে দেয়া যেতে পারে না।

তারা চেষ্টা করবে কি করে হাইকোর্টের রায়কে ঠেকিয়ে দেয়া যায় তার জন্য। বিচারকদের এজলাসে গোয়েন্দা পাঠানো সেই লক্ষ্যে ছিলো একটি টেস্ট কেস। ভবিষ্যতে বিচারকদের উপর আরো বড় চাপ আসতে পারে।

৩১ আগস্ট ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সম্পাদিত